JPS archives

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু
২০২১ । সংখ্যা-১৩১

কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃত প্রেম কতটা প্রগাঢ় হয়?

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃত প্রেম কতটা প্রগাঢ় হয়?

কৃষ্ণ যেহেতু এতই করুণাময়, আমাদের কৃষ্ণের এই অহৈতুকি করুণার প্রতি এতই প্রশংসাবান হওয়া উচিত যে, আমাদের কৃষ্ণ সেবার ইচ্ছাটি খুবই তীব্র হয়। আসলে এটি বিচ্ছেদ যন্ত্রণার মতো তীব্র হওয়া উচিত, ঠিক যেমনটি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতি রাধারাণীর ভাব গ্রহণ করে তা উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা কৃষ্ণ সেবা করতে যাব, কৃষ্ণের সঙ্গে থাকার জন্য ব্যাকুল থাকব। কোন একজন ব্যক্তি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রশংসা করে বলেছিলেন, "কৃষ্ণের প্রতি আপনার কতই না প্রেম!" আর মহাপ্রভু তার উত্তরে বললেন, "কৃষ্ণের প্রতি আমার কোন প্রেম নেই! আমি যদি কৃষ্ণের সাথে সত্যিই প্রেম করতাম তা হলে কীভাবে কৃষ্ণকে ছেড়ে এই পৃথিবীতে আমি এখনও বেঁচে থাকতে পারতাম?" তাঁর বিরহের অনুভূতি এতই মর্মস্পর্শী ছিল যে, তিনি তাঁর জীবন ত্যাগ করে দিতেও চেয়েছেন! এটি এমন নয় যে আপনি কৃত্রিমভাবে নিজের থেকে চোখের জল ফেলে ভাবাবেশের অনুকরণ করবেন। সেটি কেবল লোক দেখানোই হবে। আর যখন কৃষ্ণের প্রতি আপনার প্রকৃত প্রেম হবে, আপনি এমনকি তার জন্য কোন প্রশংসা লাভের প্রত্যাশাও করবেন না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি যখন কৃষ্ণের সহিত পুতনার লীলাকথাটি শ্রবণ করলেন, তিনি বিরহের ভাবাবেশে এতই পূর্ণ হয়ে উঠলেন যে তিনি তাঁর নিজের বস্ত্র নিজেই ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন এবং দেওয়ালের সাথে তাঁর মাথা ঠুকতে করতে

শুরু করলেন, সাধারণত বিচ্ছেদের জেরে পাগল হয়ে উঠলেন, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, “কৃষ্ণ কতই না কৃপাময়!” পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নিজেকে এতই পতিত ও অযোগ্য মনে করলেন, অথচ তিনি গভীরভাবে কৃষ্ণের সাথে থাকতে আগ্রহী হলেন; তিনি এতটাই আগ্রহী হলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। তিনি কৃষ্ণের প্রতি এক তীব্র প্রেম প্রকাশ করেছিলেন যা ছিল এক সর্বোচ্চ প্রেমাবিষ্ট ভাব, যা দিয়ে জাগতিক আবেগ বা জড় জীবনের কোন কিছুই করার ছিল না। সেই জন্যই চলুন শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা যাক তাঁরা যেন আমাদের কেবল সেই প্রকার একবিন্দু কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন। মাত্র এক বিন্দু... বলা হয়ে থাকে যে, কৃষ্ণের থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা এতটাই উদ্বেগজনক যে আমাদের মনে হয় যেন আমাদের মাথাটি কোনও শিলার সাথে ঠুকতে থাকি এবং আমরা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করি, “কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায়?” বৃন্দাবনে, ষড়্-গোস্বামীগণ তাঁদের অশ্রুসিক্ত নয়নে বারংবার কৃষ্ণের সন্ধানে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, “কোথায় কৃষ্ণ? কৃষ্ণ কোথায়?” গোপীরা যেভাবে চতুর্দিকে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করতেন, ষড়্-গোস্বামীগণও তেমন করেই সর্বত্র কৃষ্ণকে সন্ধান করতেন। এই মহান গোস্বামীগণ পরম ভাবাবিষ্ট ছিলেন, তাঁরা কৃষ্ণের সন্ধান করছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, তাঁরা এমনকি এই পৃথিবীর মধ্যে থেকেও এক আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করতেন। ষড়্-গোস্বামীগণের চারপাশে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁদের

দৃষ্টিভঙ্গিতে গোস্বামীগণ কেবল বাহ্যিকভাবে এখানে তাদের সাথে বসবাস করতেন বলে মনে হয়েছিল, অথচ গোস্বামীগণ, তাঁদের চেতনার মাধ্যমে তাঁরা ইতিমধ্যেই চিন্ময় জগতে বিরাজিত ছিলেন।

তথ্যসূত্র:—শ্রীমদ্ভাগবত ৬/১/৪৩-৪৪

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ, আটলান্টা, জর্জিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

End note

উপরোক্ত বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক টিকা

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/২/২৩

শ্রীশ্রীষড় গোস্বাম্যষ্টকম্-৮ : হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ / শ্রীগোবর্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ / ঘোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ / বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ: "হে ব্রজদেবী রাধে! তুমি কোথায়? হে ললিতে! তুমি কোথায়? হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তোমরা কি গোবর্ধনের কল্পতরুতলে, না কালিন্দী-কুলস্থ বনমধ্যে", —এইভাবে বলতে বলতে যাঁরা নিরাতিশয় শোকাতুর হয়ে ব্রজভূমির সর্বত্র ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করতেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

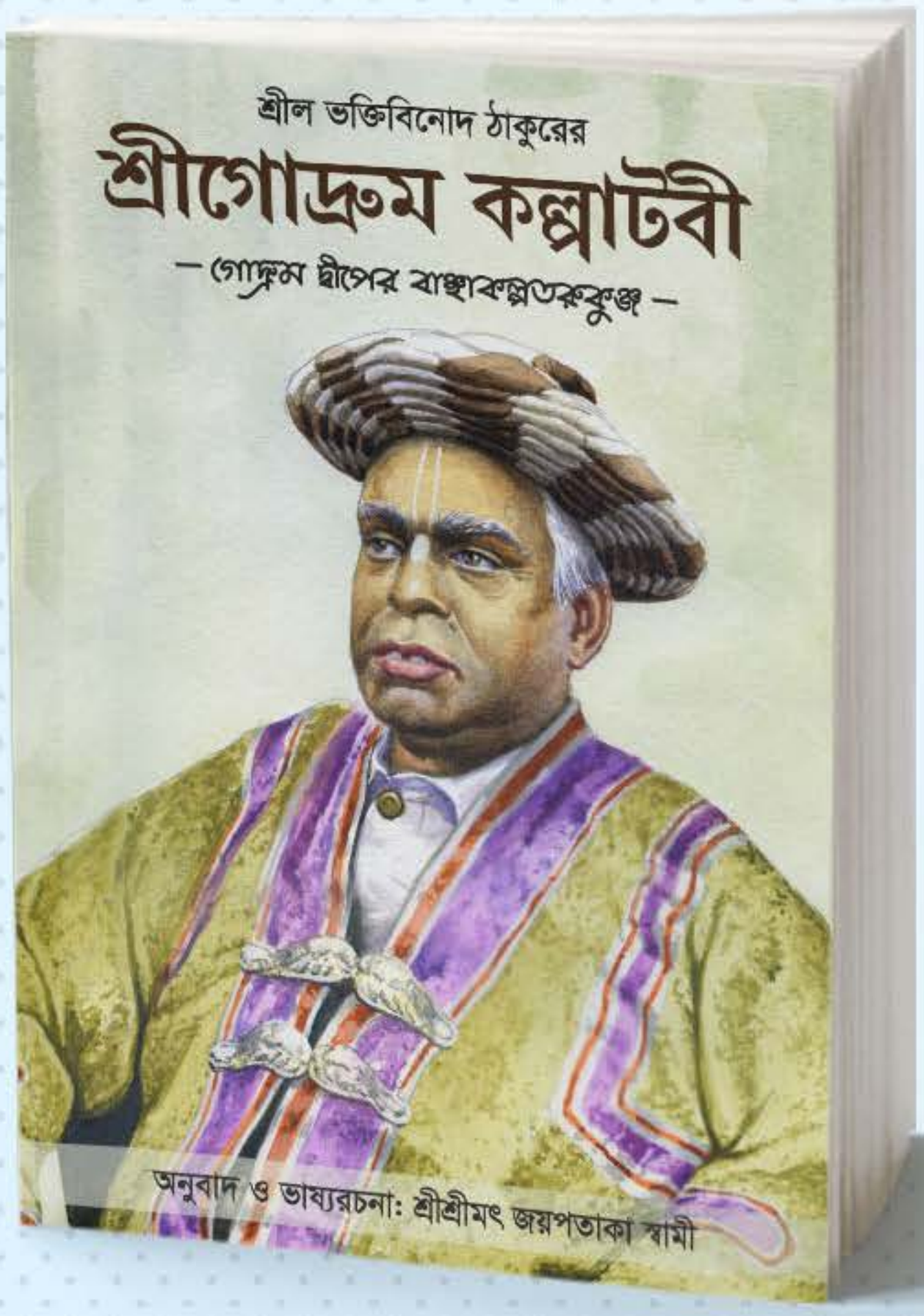

ভিক্টোরি ফ্ল্যাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক:- শ্রী শ্রীমৎ জয়েপতাকা স্বামী

+919800915553